International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-IV, July 2023, Page No.01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i4.2023.01-08

ব্যক্তি সত্তার খন্ডিতকরণ মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা ও মুক্তি

অঙ্কিতা ঘোষ
গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

A critical analysis of capitalist society Marx identified the problem of alienation as a flaw of this capitalist society. Before Marx we have traced the notion of alienation in Hegel's spiritual philosophy, Feuerbach materialistic view and also in the intellectuals of romantic period in Europe. But Marx analysis was completely separate from his predecessors. Marx had a materialistic perspective on the problem of alienation, whereas Hegel interpreted the problem as spiritual, supernatural phenomena and the intellectuals of romantic period wanted to overcome the problem of alienation through utopianism. Marx explained that the concept of private property is the basic of alienation. He interpreted the evolution of society is process of production. In primitive society the process of production was collective; there was no concept of private property. In later period with the increase of production the concept of private property has emerge. Private property divides the society into two classes; these are 'have' and 'have not' which become owner (Bourgeois) and laborer (Proletariat) as respectively. They are opponent classes and alienated to each other also. In Marxist thinking the problem of alienation is an economic issue, in capitalist society the process of production is controlled by the capital.

According to Marx human being is a complete and creative being, labor power reveals its creativity and completeness. But the capital controlled production can't give the space to human being to flourish his or her spontaneous creativity in the field of production. They produce only for the interest of bourgeois. It is quite natural that human being alienates form him or her own creation. Man feels neither mental nor emotional attachment with this entity, which is create by him or herself. Capitalist society imposes an exchange value on the entity and this entity becomes into commodity. In capitalist society labor is a commodity itself, because it has an exchange value also, Laborer sales it to capitalist owner to earn his or her basic needs of leaving. There is no attachment of human passion with this marketable labor of man. Now this production is alienated from their own labor, through alienation human being becomes fragmented. We have to keep in mind that the problem of alienation not only exists in economic boundary but also it remains in every sphere of life i.e.in cast creed, class, religion, gender etc. In order to get rid off the problem of alienation Marxist

philosophy should recognized these social factors i.e. cast class, religion, gender ect.as superstructure.

Key words: Alienation, Commodity, Exchange value, Bourgeoise, Proletariat.

(১)

অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধ বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অসাম্য এই বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। মার্কসীয় দর্শন বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছে। মার্কসের পূর্বে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির কথা পাওয়া গেলেও, মার্কস বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মার্কস বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে দেখেছেন মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শ্রমিকের বিচ্যুতি বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে ত্বরান্বিত করেছে। এই প্রকার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তাও পণ্যে পর্যবসিত হয়েছে বলে মার্কসীয় দর্শন মনে করে। তাই বিচ্ছিন্নতার থেকে মুক্তি কে মার্কসীয় দর্শন বিশ্লেষণ করেছে অর্থনৈতিক বৈষম্য মোচনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই বিচ্ছিন্নতা সমস্যাটি সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ যাবতীয় ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতা কে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্ন তার উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির সমাধানে করতে চেয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলেও বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎস হিসাবে ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলির স্বীকৃতি না দেওয়া হলে বিষয়টির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায় ?

অ্যালিয়েনেশন যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা পাই বিচ্ছিন্নতা শব্দটি। বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশের ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটি বিদ্যমান। যেকোন সমাজ সচেতন, সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই তা উপলব্ধি করতে পারে। ল্যাটিন শব্দ 'অ্যালিয়েনুস' থেকে ইংরেজি 'অ্যালিয়েনেশন' শব্দটি এসেছে। আমরা যদি একনজরে সমস্যাটির উৎসটির দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব ফরাসি চিন্তাবিদ রুশোর রচনায় বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদে রুশো 'অ্যালিয়েনেশন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এখানে অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার দ্বারা রুশো প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা মানব সত্তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ সমাজিক জীব হিসেবে মানব সত্তার যে বিযুক্তি তাকেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন। যে অবাধ স্বাধীনতা প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক ছিল, তার থেকে বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার কথা তাঁর 'সামাজিক চুক্তি'র ধারনায় উঠে এসেছে। রুশোর আলোচনায় অ্যালিয়েনেশনের ধারণা আভাস পাওয়া গেলেও, জার্মান দার্শনিক হেগেলের বর্ণনায় বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি একটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। হেগেল তার দর্শনে অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছেন আধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। শুদ্ধ পরম চৈতন্যের (Spirit) থেকে জীবাত্মার বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যা। হেগেলের দর্শন অনুসারে পরম সত্তা নিজের সম্পর্কে সচেতন হবার স্বার্থেই সসীম অনিত্য জগত কে সৃষ্টি করে। যে সসীম অনন্ত পরম সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। হেগেলের বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত আধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা থেকে সরে গিয়ে ফয়ারবাখ বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে দেখেছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। ফায়ারবাখের দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষ। তিনি মানুষকে দেখেছেন জৈবিক সত্তা হিসেবে। জৈবিক সত্তা হিসেবে ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে এক প্রকার হতাশা বা নৈরাশ্য ব্যক্তিকে গ্রাস

করে, এই হতাশা থেকেই মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করে বলে ফায়ারবাখ মনে করেছেন। ফায়ারবাখের গবেষণায় যা উঠে আসে সেখানে দেখা যায় ঈশ্বর কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে ব্যক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ব্যক্তি তার বিচ্ছিন্নতা, হতাশা থেকে ঈশ্বর কল্পনার জন্ম দেয়। মানুষ ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি নয় বরং ঈশ্বর মানুষের কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট। এই দার্শনিক তত্ত্বের পাশাপাশি আমরা বিচ্ছিন্নতার ধারণাটির সন্ধান পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সংঘটিত রোমান্টিক আন্দোলনের মধ্যেও। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপে জন্ম নেয় এক ভিন্নধারার সংস্কৃতি। যা মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নকরে। সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংঘটিত হয় ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের মধ্যে, ইতিহাসে যা 'রোমান্টিক আন্দোলন' হিসাবে পরিচিত। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল যে যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই প্রকৃতির দিকে ফিরে যাওয়া।এছাড়া ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশের রাজতন্ত্র ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কে রোমান্টিক আন্দোলনের সমর্থকরা ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ হিসেবেই দেখেছেন। রাজনৈতিক এই বিচ্ছিন্নতার অবসান সম্ভব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে -এমনটাই বিশ্বাস ছিল রোমান্টিক আন্দোলনের সমর্থকদের। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রোমান্টিক আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ ছিল অভিনব। কাব্য, নাটক, শিল্প - ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল সেই প্রতিবাদ। বাস্তবে সম্ভব না হলেও কল্পনার জগতে নিজেদের সৃষ্টি কে দিয়ে তারা রচনা করেছিলেন এক কল্পরাজ্যের। যা ছিল যাবতীয় বিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বে। তাদের কাছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির সমাধান ছিল এই কাল্পনিক উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(২)

হেগেলের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে আমরা পেয়েছি শুদ্ধ চৈতন্য বা পরম সত্তা হতে সসীম সত্তার বিচ্ছিন্নতা। যা বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করেছে সম্পূর্ণ ভাববাদী আঙ্গিক থেকে। পরবর্তীকালে ফায়ারবাখের বিচ্ছিন্নতা ধারণায় ঈশ্বর ধর্ম প্রভৃতি অতিলৌকিক বিষয়গুলি যে অসারতার দিকটি উঠে এসেছে,তা বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছে প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের বিযুক্তির মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ইউরোপের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তনসূচিত করেছিল তা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্র সভ্যতার অভূতপূর্ব বিকাশ ইউরোপীয় শিল্পী সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বেদনা হত করে। এই যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ,তাই এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির জন্য এই আন্দোলনের পুরোধারা ডাক দিয়েছেন প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকাতে। তারা কল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যাটিকে থেকে বেরিয়ে আসার পথের সন্ধান করেছেন। বিচ্ছিন্নতার এই সমস্যাটির প্রতি পূর্বসূরীদের এই বিশ্লেষণ মার্কসের বিচ্ছিন্নতার সংক্রান্ত ধারণাটির প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা ও তার থেকে মুক্তি ছিল মার্কসীয় দর্শনে অন্যতম একটি লক্ষ্য। মার্কসের পূর্বে হেগেল ব্যতীত বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে আলোচনায় কেউ ই তেমন অগ্রসর হতে পেরেছে তেমন দাবি বোধহয় করা যায় না। যদিও হেগেল বিচ্ছিন্নতাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন,তবে হেগেল সমস্যাটিতে যে আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত একটি সমস্যা। মার্কসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তিনি সমস্যাটিকে দেখেছেন একেবারে বাস্তব জগতের সমস্যা হিসেবে। মার্কসের গবেষণায় উঠে এসেছে বস্তুবাদী সমাজে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার দিকটি যা একটি মূর্ত বাস্তব সমস্যা।

মার্কস তাঁর 'Economic and Philosophic Manuscripts'এ বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির প্রতি প্রথম আলোকপাত করেন। পরবর্তীকালে 'Capital' গ্রন্থে বিশ্লেষণ আরো পরিণত রূপ লাভ করে। পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কস মূলত দুটি দিককে চিহ্নিত করেছিলেন- যার একটি বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারিয়েত শোষণ, অপরটি অবশ্যই বিচ্ছিন্নতা। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা মার্কসের গবেষণায় উঠে আসে। তিনি দেখান সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে সূচিত করে এই অর্থনৈতিক বৈষম্যই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার অন্যতম শর্ত হিসাবে মার্কসীয় দর্শনে গৃহীত হয়েছে।

মার্কসের কাছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কোন নতুন আগত বিষয় নয়। তার একটা ইতিহাস আছে। সমাজ বিবর্তনের যে বৈজ্ঞানিক চিত্রটি মার্কস তার 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামক বৈপ্লবিক তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন সেখানে মার্কস দেখিয়েছেন কিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, উৎপাদিত সম্পদ বন্টনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম বিভাজনের মত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক প্রেক্ষাপট। মার্কসের গবেষণায় উঠে এসেছে - সমাজ পরিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির আবির্ভাব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বে মার্কস দেখিয়েছেন সমাজ পরিবর্তনের ধারাটি নানাবিধ বস্তুগত কারণদ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। আমরা দেখি আদিম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ছিল। পাথরের তৈরি সামান্য কিছু হাতিয়ার দিয়ে মানুষ হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করেছে , খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করেছে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা হিংস্র পশুকে শিকার করে খাদ্যের যোগানের নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি কাজগুলি একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মানুষ দলবদ্ধ হয়েছে। তবে এই পর্যায়ে যাবতীয় কিছুই ছিল সাধারণের সম্পত্তি। শিকার করে আনা খাদ্যের ওপর সকলের সমান অধিকার ছিল। কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। এক আদিম সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতিটি ছিল সাম্যবাদী। তবে মার্কসীয় ব্যাখা অনুসারে সমাজ স্থির- নিশ্চল কিছু নয়। এই আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরিবর্তন হতে শুরু করে, জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটে। নিতান্ত স্থূল হাতিয়ারগুলি ক্রমে সূক্ষ্ম হতে শুরু হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ হঠাৎ করেই বাড়তে থাকে। কৃষিজাত শস্য সহজে নষ্ট হয় না,তাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু মানুষ সঞ্চয় করতে শুরু করল। এই উদ্বৃত্ত সম্পদের সঞ্চয়ই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার প্রবেশ ঘটায়। সম্পদের সামাজিক মালিকানা ক্রমেই ব্যক্তি মালিকানায় পরিণত হতে শুরু করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে সামাজিক অসাম্যের ভিত্তি হিসেবে মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন।

(৩)

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার নেপথ্যে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল মানুষের শ্রম। মার্কস মানুষকে দেখেছেন পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসাবে। এই পূর্ণাঙ্গ সত্তার বিকাশ সাধন সম্ভব তার সচেতন সৃজনশীল সম্ভবনার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। Marx's entire life work was motivated by the dream of a whole man…the realization of this inner potential of human beings which for Marx was the same as the development of human freedom..[1] আর এই সৃজনশীলতা ক্রিয়াশীলতার অন্যতম পরিচালক হল মানব শ্রম। যার দ্বারা মানুষ কেবল জৈবিক চাহিদাই পূরণ করেনা তা পরিচালিত হয় মনন শীলতার দ্বারা। যার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ কে সম্ভব করে তোলে। আদি সাম্যবাদী সমাজে যে চরিত্রটি পূর্বে আলোচনা করেছি সেখানে যে উৎপাদন তা ছিল যৌথ, তাতে শ্রমবিভাজনের কোন

প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সামাজিক চরিত্রের বদল জনসংখ্যার বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া বিভিন্ন রকম বাহ্য প্রভাব গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ প্রভৃতি পারিপার্শিক পরিস্থিতি একান্তভাবেই শ্রমবিভাজনের আবশ্যিকতা দাবি করে।এই শ্রমবিভাজন উৎপাদনকেও অনেকখানি বৃদ্ধি করেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কুক্ষিগত হতে থাকল এর পাশাপাশি উঠে আসলো বিনিময় প্রথাও। মার্কস 'Capital' গ্রন্থে দেখিয়েছেন শ্রমবিভাজনে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজনের উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ অন্যজনের সঙ্গে বিনিময় হতে থাকলো। ধীরে ধীরে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো বিনিময়। প্রাথমিক অবস্থায় এই বিনিময় একটি ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশ তার পরিধি বাড়তে শুরু করে। এই বিনিময় প্রথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। যার অধীনে যত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সে সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির জোরে এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির আশায় শ্রম প্রক্রিয়াকে নিজের আয়ত্তাধি নিয়ে রাখতে চাইলো। উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণি হিসাবে পরিচিত ছিল। বিনিময় প্রথার মধ্যে দিয়ে একজনের উৎপাদিত বস্তু অন্যজনের কাছে আসে এখানে উৎপাদিত বস্তু যার বিনিময় হচ্ছে তা নিছক 'বস্তু'নয় তখন তা 'পণ্য'(commodity)। পণ্য বলতে মার্কস তাকেই বুঝিয়েছেন -প্রধানত যা একটি দ্রব্য বা বস্তু, যার দ্বারা মানুষের অভাব পূরণ হয়। মার্কস দু ধরনের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন মানসিক অভাব আর বাস্তবিক অভাব। অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে পণ্য হল তাই যার উৎপাদন ঘটে বিনিময় অন্য কিছু পাবার জন্য। যেকোনো পণ্যেরই দুই ধরনের মূল্য থাকে বলে মার্কস মনে করেছেন একটি ব্যবহারিক মূল্য এবং অপরটি বিনিময় মূল্য। কোন একটি বস্তুর প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতায় তার ব্যবহারিক মূল্য হিসাবে পরিচিত। আর বিনিময় মূল্য হল কোন একটি বস্তুর বিনিময় কতটা অন্য বস্তু পাওয়া যাবে তাই তার বিনিময় মূল্যকে নির্ধারণ করে। মার্কস দেখান পণ্যের বিনিময় মূল্য রয়েছে। 'Capital' গ্রন্থে মার্কস দেখিয়েছেন পণ্য হলো আমাদের কাছে বাইরের কোন বস্তু যা তার গুণাবলীর দ্বারা আমাদের চাহিদা পূরণ করে। আর একটি দ্রব্যের পণ্য হয়ে ওঠার মধ্যে থেকেই আসে বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গটি।

একটি বস্তুর উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের শ্রম সৃজনশীলতা, বস্তুটি যখন পণ্য হয়ে উঠছে এর অর্থ বস্তুটি তখন কেবলই বিনিময়ের মাধ্যম। শ্রমিকের সঙ্গে তার সৃজনশীলতার সঙ্গে তার শ্রমের যে নিবিড় সম্পর্ক, ওই পণ্যটির মধ্যে সেই সম্পর্ক আর প্রতিফলিত হতে পারে না। পণ্যটি তখন শ্রমিকের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা এখান থেকেই উঠে আসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটি কেননা শ্রম হলো মানবিক ক্রিয়াকলাপ। বিচ্ছিন্নতা বোধ মানুষের সঙ্গে তার শ্রমের সম্পর্কে রসায়নটিকে বদলে দেয় বলে মার্কস তার গবেষণায় তুলে ধরেছেন।

(৪)

শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে যন্ত্র সভ্যতার অভাবনীয় উন্নতি, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটি চরম আকার ধারণ করে বলে মার্কস মনে করেন। সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিনিময় ব্যবস্থাটি যে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল শিল্প বিপ্লবত্তোর ইউরোপের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সামাজিক ক্ষেত্র এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে। কল-কারখানা নির্ভর উৎপাদন উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি করেছিল তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি জীবনযাত্রার মানে এক নতুন জোয়ার নিয়ে এসে বিশ্ব বাণিজ্যের মানচিত্রটিকেই পাল্টে দেয়। এই অবস্থায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে বাজার দখলে প্রবণতা, পণ্য

চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। উৎপাদনের মূল লক্ষ্য তখন আর প্রয়োজন মেটানো নয় তখন উৎপাদন কেবলমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং পণ্যের বিনিময় মূল্যটি তখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মার্কস দেখিয়েছেন উৎপাদিত বস্তুটিই কেবলমাত্র পণ্য নয়। এই প্রকার সমাজে শ্রমিকের শ্রমও এক ধরনের পণ্য। The worker's existence is thus brought under the same condition as the existence of every other commodity. The worker has become a commodity, and it is a bit of luck for him if he can find a buyer.[2] এই প্রকার আর্থসামাজিক কাঠামোতে শ্রমিক যে শ্রম নিয়োগ করে, তার বিনিময়ে সে তার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম উপাদান গুলিকে নিশ্চিত করে মাত্র। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম এখানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য মাত্র। শ্রমিকের নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে নিজস্ব সৃজনশীলতাকে খুঁজে পায় না। তার উৎপাদিত দ্রব্যটি অন্য কারোর প্রয়োজনে লাগছে জেনেও সে নিজে তৃপ্ত হতে পারে না। আসলে ব্যক্তি তার শ্রমের সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে কোন প্রকার আত্মিক যোগ,কোন প্রকার মানবিক বন্ধন এক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে তার শ্রম থেকে দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তির শ্রম এই পরিস্থিতিতে নিছক 'পণ্য'। যার বিনিময় সে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে সমর্থ। এই অবস্থা ব্যক্তির মধ্যে জন্ম দেয় একপ্রকার বিচ্ছিন্নতা বোধের।

(৫)

এভাবেই যাবতীয় কিছুকে পণ্যে পর্যবসিত করার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে একপ্রকার পণ্য সংস্কৃতি। 'Commodity fetishism' এর তত্ত্ব যাবতীয় কিছুর এই পন্যায়নকেই চিহ্নিত করেছে। 'Fetishism' বলতে বোঝায় প্রাচীন ধর্মমত অনুযায়ী কোন অচেতন পদার্থের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর আরোপকে। মার্কসীয় চিন্তা দেখায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাও পণ্যরূপ অচেতন পদার্থের মধ্যে মানবিক শক্তি সঞ্চার করে।পণ্যই তখন হয়ে যায় মানুষের সামাজিক অবস্থানের মানদণ্ডের নির্ধারক।এই প্রকার পণ্য সংস্কৃতি মানুষকে তার সমাজ থেকে অন্যান্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের এই উৎপাদন পদ্ধতি মানুষকে তার উৎপাদিত পণ্য থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করেছে তেমনি তার শ্রম থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ থেকেও ব্যক্তি মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতার কয়েকটি ধরনকে মার্কস তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্রমের বিচ্ছিন্নতা: মার্কস মানুষকে দেখেছেন বাস্তব কর্মকাণ্ডে তথা উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী সৃজনশীল সত্তা হিসেবে। এই শ্রমই ব্যক্তি মানুষকে অন্যান্য মানবেতর প্রাণীর থেকে স্বতন্ত্রতা দান করে। শ্রমের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। Marx defined human being as creative beings, able to transform their relation to nature and to each other. Labor understood in its broadest sense as the realm of human creativity and productive activity-is what distinguishes the human species from all other species.[3] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব কোন পছন্দের জায়গা থাকে না। এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় মালিকের স্বার্থে। শ্রমিক তার শ্রম সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হবার তেমন কোন অবকাশ এই প্রকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় পায় না। খুব স্বাভাবিকভাবেই সে তার শ্রমসত্তা থেকে আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

স্রষ্টা তার সৃষ্টির সঙ্গে যে আত্মিক বন্ধনে জড়িত থাকে, যে কারণে সৃষ্টির মধ্যে থাকে স্রষ্টার আবেগ, নিপুনতা, দক্ষতা- এই উৎপাদন রীতি সেই আত্মিক বন্ধন থেকে স্রষ্টাকে বিচ্ছিন্ন করে, স্রষ্টাকে একজন যান্ত্রিক উৎপাদকে পরিণত করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'শিল্পী' নামক ছোটগল্পে এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিকার এক শিল্পীর জীবনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। যা এই বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটিকে ইঙ্গিত করে। মদন তাঁতি একজন জাত শিল্পী, মদন কাপড় বোনে, নিজের বোনা কাপড়ের সে গর্ববোধ করে, সে গুণমান বোঝে। পুঁজিবাদের দালাল ভুবনের কাছে সে নিজের শিল্পী সত্তাকে লুণ্ঠিত হতে দিতে নারাজ। মালিকের নির্দেশে মালিকের নিয়ন্ত্রণে সে শ্রম করবে না। সে শিল্পী বাজারী চাহিদা অনুযায়ী সত্তার গামছা সে বুনবে না। সৃষ্টিকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে সে চায় না। যদিও নিষ্ঠুর বাস্তবতা তাকে ক্রমশ বাধ্য করে নিজের শিল্পী সত্তাকে এই পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার কাছে বিকিয়ে দিতে। নিজের সৃষ্টির প্রতি, নিজের শিল্পী সত্তার প্রতি এই প্যাশন সত্যিই শ্রদ্ধার দাবি রাখে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার যে সমস্যা মার্কস তুলে ধরেছেন সেখানে শিল্পীর এই প্যাশনের কোন স্থান নেই। সেখানে ব্যক্তি শিল্পী নয় সে শ্রমিক, শ্রমের বিনিময় সে তার অন্ন সংস্থান করে। যা নির্মাণ করে তাতে তার কোন অধিকার নেই। তা থেকে সে বিচ্ছিন্ন, সে বিচ্ছিন্ন তার শ্রম থেকে। ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন তার আরো একটি রূপ হল- ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের বিশেষীকরণ: এখানে একজন শ্রমিক একটি পূর্ণাঙ্গ দ্রব্যকে নয় নির্মাণ করে দ্রব্যের একটি ক্ষুদ্র অংশকে। এইভাবে দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্মাণ করে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক। পূর্ণাঙ্গ দ্রব্যটির সঙ্গে শ্রমিকের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় না। খন্ডাংশ গুলি যুক্ত হয়ে যখন পূর্ণাঙ্গ একটি দ্রব্য(পণ্য) বাজারে আসছে তখন শ্রমিকের কাছে দ্রব্যটি -সেই পণ্যটি সম্পূর্ণ অচেনা।তখন সেটিকে আর শ্রমিক চিনতে পারেনা এই প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক যান্ত্রিক নিয়মে শ্রম দিয়ে যায়। উৎপাদনের সঙ্গে কোনোভাবেই একাত্মতা অনুভব করে না। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি তার শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতার অপর ধরনটি হল, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা: ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজির নিয়ন্ত্রণ সমাজকে স্পষ্টই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। যার আছে আর যার নেই। একদিকে বুর্জোয়া অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত। যার থেকে তৈরি হয়েছে সামাজিক অসাম্য। তাদের এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান তাদেরকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।এই প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকের মুনাফা অর্জন এখানে লক্ষ, শ্রমিকতা থেকে লাভবান হল কিনা তা এখানে বিচার্য নয়। মালিক লাভবান হলে যে শ্রমিক লাভবান হবে এমন নয় কিন্তু মালিক ক্ষতি অবশ্যই শ্রমিককে কোন লাভজনক অবস্থান দেবে না। the worker need not necessarily gain when the capitalist does, but he necessarily loses when the latter loses.[4]

(৬)

উপরিক্ত আলোচনায় বিচ্ছিন্নতার যে চিত্রটি উঠে আসে তা হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন রীতিতে এই বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে খণ্ডিত সত্ত্বায় পরিণত করে। বিচ্ছিন্নতাবোধ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ কে ব্যাহত করে। কেবলমাত্র উৎপাদন রীতির পরিবর্তন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ কী বিচ্ছিন্নতাবোধের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে পারে? মার্কস দেখিয়েছেন বিচ্ছিন্নতার মূলে রয়েছে বৈষম। এই বৈষম্য মার্কসীয় ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক গন্ডিতেই মূলত সীমাবদ্ধ। অর্থনীতি কে মার্কসীয় চিন্তারীতি ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। বিচ্ছিন্ন তার সমস্যাটি মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবেই মার্কসীয় চিন্তা রীতিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এবং এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক সাম্য,

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সাধনকেই পাথেয় করেছে মার্কসীয় দর্শন। কিন্তু সমাজ জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই জাত বর্ণ ধর্ম লিঙ্গ শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের উপস্থিতি বিচ্ছিন্নতাকে আহ্ববান করেছে। যা পরিণতিতে ব্যক্তিসত্তার খন্ডিতকরণের জন্য দায়ী। কিন্তু মার্কসীয় চিন্তায় বিচ্ছিন্নতার উৎস হিসাবে এই ক্ষেত্রগুলি কে ততখানি গুরুত্বের সহিত বিচার করেছে তা প্রশ্নের দাবী রাখে।মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি এবং উপরিসৌধের ধারণাটিকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখব ভিত্তি হিসেবে মার্কসীয় দর্শন অর্থনীতিকে স্বীকার করলেও ধর্ম লিঙ্গ প্রবৃত্তি বিচ্ছিন্নতার উৎস বলে আমরা যাকে দাবী করছি তাকে মার্কসীয় চিন্তারীতি উপরিসৌধ হিসাবে স্থান দিয়েছে, কিন্তু উপলিসৌধ হিসেবে স্থান দিলেও বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটির ক্ষেত্রে যতখানি গুরুত্ব এই বিষয়গুলির প্রাপ্য তা মার্কসীয় দর্শন যেন অনেকটাই উপেক্ষিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রতি মার্কসীয় দর্শন যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে ধর্ম জাত,বর্ণ,লিঙ্গ বিষয়গুলি গুরুত্ব পেলেও ততখানি গুরুত্ব দাবী করতে বোধহয় পারেনি। তাই কেবল অর্থনৈতিক সমস্যার বা অর্থনৈতিক বৈষম্য মোচন এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ সাধন নয়, সমাজের সর্বস্তরে বিচ্ছিন্নতাকে উপড়ে ফেলতে গেলে ধর্ম বর্ণ জাত লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়গুলি সমানভাবে গুরুত্বের দাবিদার বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

1. Fisher Ernst, How to Read Karl Marx. Aakar Books, Delhi, 2004, page.37
2. Marx,Karl.Economic and Philosophic Manuscript of 1844,Progress Publishers,Moscow,1956
3. Fisher Ernst, How to Read Karl Marx. Aakar Books, Delhi , 2004, page.50
4. Marx,Karl.Economic and Philosophic Manuscript of 1844,Progress Publishers,Moscow,1956

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. দত্ত গুপ্ত শোভনলাল, মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা , ২০০৬।
2. Fisher Ernst, How to Read Karl Marx. Aakar Books, Delhi , 2004 দাশগুপ্ত অদিতি,দার্শনিক পরিক্রমায় সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতের সমাজ ধর্মনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৯।
3. Marx,Karl.Economic and Philosophic Manuscript of 1844,Progress Publishers,Moscow,1956.